দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

রুমানার পপ আপ বই

পপ আপ বই। দেশে এই বই প্রথম একুশে বইমেলায় দেখা যায়। মুড়িমুড়কির মত করে বই কিনেছে স্কুলে পড়ুয়া বাচ্চারা। পাঠ্য বইয়ে যখন অনীহা তখন এই বই নতুন করে সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। জানাচ্ছেন মিথুন দাস

সেদিন বিকেলে নিকুঞ্জের এগারো নম্বর রোডের বাসাটায় গিয়ে দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র। সবাইকে বই বানানোয় ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। কেউ পেস্ট করছে, কেউ বাইন্ড করছে, কেউ পেপার কাটছে। আর এখানেই গড়ে উঠছে বাংলাদেশের প্রথম পপ আপ ইন্ডাস্ট্রি।

দিনরাত নিরলস কাজ করছেন বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ইতি টেনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করছেন পপ আপ বই বানানোর কাজে। আর এর উদ্যোগ নেয়া থেকে শুরু করে এখনো পরিচালনার কাজ বেশ ভালোভাবেই পালন করে যাচ্ছেন রুমানা শারমিন।

রুমানা শারমিনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে লিখেন এই বই? মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমি আসলে সেভাবে বই লিখি না, আপনি বলতে পারেন আমি বই বানাই। শুনে যতটা না অবাক হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি অবাক হলাম বইয়ের জন্য মানুষগুলোর নিরলস সাধনা আর কঠোর পরিশ্রম দেখে। এই তরুণ মেধার সাথে কথা বলে বেরিয়ে আসে আরও অনেক অজানা তথ্য।

রুমানা জানালেন, ছোটবেলায় আঁকাআঁকির শখ ছিল। এটা বড় হয়েও চলে যায়নি। ক্রিয়েটিভ যে কোন কিছু নিয়েই কাজ করতে ভালো লাগত। আর্কিটেকচার সেক্ষেত্রে সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছে। ক্রিয়েটিভ কাজের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কৌশল আর দক্ষতা বাড়াতে আর গ্রাফিক্স আর মডেল মেকিং এবং থ্রিডি ধারনা তৈরিতে এবিসিডি থেকে শেষ পর্জন্ত অর্গানাইজিং এন্ড ফাইনাল প্রোডাক্ট আউটকাম আনার গুণগুলো আর্কিটেকচার থেকে পাওয়া।

থিসিস চলাকালিন লম্বা সময় ক্লাসরুমে কাটিয়েছি তখন প্রথম ছোটখাট পেপার ক্যাফট তৈরি করে ক্লাস ব্রেকে রিক্রিয়েশন পেতাম। আর ওয়ার্ক ষ্টেশনে কাগজ, আঠা অন্যান্য মেটেরিয়াল আর ব্লেড থাকায় ছোটখাট ক্যাফট বানিয়ে সাজাতাম। ছোটখাট পেইন্টিং পপ আপ কার্ড গ্রাফিক্স মডেল আর গিফট আইটেম বানিয়ে টিচার আর বন্ধুদের গিফট করেছি।

পপ আপ কার্ড দেখে আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল এই ধরনের কার্ড সেভাবে বাজারে নাই কেন? তখনই প্রথম আমার ওয়ার্ল্ড পপ আপ ইন্ডাস্ট্রির উপর লেখাপড়া করা হয়। আর এমন বই বাজারে আনার ব্যাপারে ভাবনাটা মাথায় চলে আসে। শুনলাম বেশ কিছু আফসোসের কথাও। রুমানা আফসোসটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, ছোটবেলায় পপ আপ বই দেখেছিলাম কাজিনের বাসায়। আঙ্কেল বিদেশ থেকে এনে দিয়েছিল। খুঁজে দেখলাম আমাদের বাজারে বাচ্চাদের পপ আপ বই পাওয়া যায় না।

রুমানা বলতে থাকেন সত্যি সত্যি একটা সময় আমার অনলাইন কাস্টমার লিমিটেড ছিল। কিন্তু যারা একবার আমার প্রডাক্ট কিনত তারা বার বার কিনেছে। আমি বেশ অনেকটা সময় নিয়েছি বিজনেস প্ল্যানিং এবং আইনগত দিকগুলো ঠিক করতে। আমার বইয়ের কপিরাইট নিয়েছি। পাশাপাশি প্রকাশনা আর হস্তশিল্পের ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছি। এভাবেই গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে দ্য পপ আপ ফ্যাক্টরি।

বইয়ের দাম কেমন রাখা হয়েছে জানতে চাইলে বলেন এই ফেব্রুয়ারিতেই বের হয় আমার দুইটা পপ আপ বই 'দ্য ড্রাগন প্রিন্স' আর 'দ্য লস্ট ফেইরি' নামে। প্রত্যেকটি বই ৬০০ টাকা, বইমেলায় ২৫ পারসেন্ট ডিস্কাউন্টে ৪৫০ টাকায় বিক্রি করেছি। এরপর কবি নির্মলেন্দু গুণের কন্যা মৃত্তিকা গুণ আপু আগ্রহ প্রকাশ করেন উনার একটা ছোটদের জন্য লেখা গল্প 'তিতলি একটি প্রজাপতি' বইয়ের পপ আপ বই বের করার।

আর এই ধরনের বই পাওয়া যাচ্ছে পিবিএস বুক ষ্টোরের শান্তিনগর শাখা, পাঠক সমাবেশ আর নিউ মার্কেটের বেশ কিছু দোকানে। এছাড়া অনলাইনে রকমারি ডট কম থেকেও যে কেউ চাইলে এই বইগুলো কিনতে পারবেন।